এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

সেপ্টেম্বর ২০১০

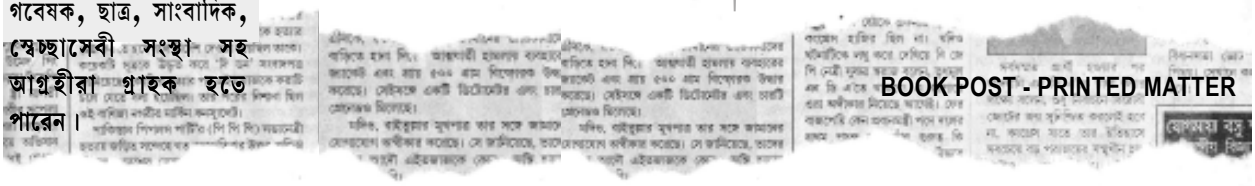

BOOK POST - PRINTED MATTER

ভালোই !!

১৬/২০৬

বিদেশি ওষুধ পরীক্ষার ভারত এক অবাধ ক্ষেত্র। অনুমান, এই জন্য ভারতে বছরে ১২০০ কোটি টাকা খাটে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ দাঁড়াবে ২,৭৬০ কোটিতে। গত তিন বছরে ওষুধ পরীক্ষার এই চোরা-তন্ত্র ঘিরে ফেলেছে দেশকে। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ। শহরের ক্ষেত্রে এগিয়ে বেঙ্গালুরু। তারপর পুনা ও মুম্বই। ওষুধ পরীক্ষার কারণে ২০০৭-এ মৃত্যু হয় ১৩২ জনের, ২০০৮-এ ২২৯ এবং ২০০৯-এ ৩০৮ জনের। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চের পরিষ্কার নির্দেশনামা, ওষুধ প্রয়োগের আগে রোগীকে ওষুধের গুণাগুণ বিস্তারিত জানাতে হবে। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলে জানাতে হবে তাও। কিন্তু মানা হয়নি কোনো কথা। এইসব খবর জানাচ্ছে জুলাই ২০১০-এর সর্বোদয় প্রেসপত্র।

যাও পাখি...

১৬/২০৭

বিশ্বকর্মা পূজা গেল। ঘুড়ি উড়ল। আকাশ জুড়ে পেটকাটি-চাঁদিয়াল। কিন্তু পাখিদের দুঃসময়। কাচগুঁড়ো মাঞ্জায় পাখি আহত হয়। দিল্লির একটি সংগঠন পাখিদের সেবায় এগিয়ে এসেছে। আহত পাখি শুশ্রূষায় তারা ২৪ ঘণ্টা 'বার্ড হেল্পলাইন' খুলেছে, তৎসহ পাখি নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলির সঙ্গে গড়ে তুলেছে সংহতি-মঞ্চও।

শিখ রেজিমেন্ট

১৬/২০৮

বিটি ভুট্টা হানা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের অপচেষ্টা রুখতে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নাগরিক, কৃষক ও পরিবেশকর্মীরা একত্রে আন্দোলন শুরু করেছেন। ক্ষেতি বিরাসত মিশনের প্রধান উমেন্দ্র দত্ত বলছেন, শীঘ্রই জাতীয় স্তরে এই বিজ্ঞান নিয়ে বির্তকের সূচনা করা হবে। উদ্দেশ্য, বিষয়টি সকলের গোচরে আনা। বিটি ভুট্টায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি ছাড়পত্র নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল রাজ্যে ভুট্টা চাষে ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। উমেন্দ্র সরকারের কাছে সেকথা জানতে চেয়েছেন। খবর দিচ্ছে গ্রিন ফাইল জুন ২০১০।

ফিরে চল মাটির টানে

১৬/২০৯

সবুজ বিপ্লব সন্ত্রাসে জেরবার পাঞ্জাব-হরিয়ানার চাষির। তারা এবার জৈব চাষের শরণ নিয়েছেন। দুই রাজ্য মিলিয়ে ১১,০০০ একরেরও বেশি জমিতে শুরু হয়েছে জৈব চাষ। এর জন্য কেন্দ্রের সহায়তা আছে। পাঞ্জাবের রোপারে জৈব চাষের প্রশিক্ষণ-প্রদর্শন-উৎপাদন ও বাণিজ্যিকভাবে কেঁচোসার তৈরির জন্য ৫৭৭ একরের একটি মডেল খামার তৈরি হয়েছে। হরিয়ানার সাপ্লাই অ্যান্ড মার্কেটিং ফেডারেশনও নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। উদ্যোক্তা অর্গানিক ফার্মিং কাউন্সিল অফ পাঞ্জাব।

বাড়িয়ে বলা ?

১৬/২১০

গাছ বাড়তে উষ্ণায়ন সাহায্য করবে, বিজ্ঞানীরা এতদিন এমন কথা বলেছেন। সম্ভবত সেই ধারণায় এবার অসংগতি। মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বিজ্ঞানী জানিয়েছেন গত শতকের ৮ ও ৯ দশকে ফলন বেড়েছিল ছয় শতাংশ, ২০০১ থেকে ২০০৯ সেই ক্ষমতা কমেছে প্রায় এক শতাংশ। এই বদল বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে। কারণ এই বদল খাদ্য নিরাপত্তা, জৈব জ্বালানি উৎপাদন ও কার্বনচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে।

হু লিয়া ?

১৬/২১১

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'-র ভূমিকা নিয়ে ইদানীং বহু বিতর্ক। গত বছর যুদ্ধতৎপরতায় 'হু' সোয়াইন ফ্লু কে বিশ্ব-মড়ক বলে ঘোষণা করে। সোয়াইন ফ্লু-র লক্ষণ সাধারণ ফ্লু-র মতো। প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ মানুষ সাধারণ ফ্লুতে ভোগে। সংবাদ মাধ্যম বলছে, সোয়াইন ফ্লুর এইচ ওয়ান এন ওয়ান ভাইরাস ছড়িয়ে পড়াকে প্যানডেমিক বা বিশ্ব-মড়ক বলে ঘোষণার পরামর্শ দেয় যেসব বিশেষজ্ঞ 'হু' কে দিয়েছিল তাদের সঙ্গে ওষুধ কোম্পানির যোগসাজশ ছিল। এমন সব খবর দিল ডাউন টু আর্থ ১৬-৩১ জুলাই সংখ্যা।

চেয়ারম্যান ? ? ?

১৬/২১২

টানা চেয়ারে বসে কাজ করলে হৃদ-গোলযোগের সম্ভাবনা বহুগুণ। যেসব পুরুষ সপ্তাহে ২৩ ঘণ্টা টানা বসে কাটায় তাদের এই রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা ৬৪ শতাংশ। অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদল মার্কিন গবেষক লক্ষ্য করেছেন, বসে থাকার বদলে দাঁড়িয়ে থাকলে বা হাঁটাহাটি করলে 'লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ' নামে একটি বস্তু দেহের মেদ খরচ করে। বসে থাকলে প্রক্রিয়াটি অতি ধীরে হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন কারোর দেহের ওজন যদি যথাযথ হয় তাহলেও, টানা বসে কাটালে ব্লাড শুগার ও ফ্যাটের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আবার নিয়ম করে সকালে দৌড়োলে কিন্তু বাকি সময় শুয়ে বসে কাটালেও ছোটার বাড়তি সুফল থেকে বঞ্চিত হতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও খারাপ। দেখা গেছে যে মেয়েরা দৈনিক ছয় ঘণ্টা বসে কাটায় তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা বেড়ে যায় ৩৭ শতাংশ।

গন্ধহীন

১৬/২১৩

গুগ্‌গুল একটা সুগন্ধী, পুজোআর্চায় লাগে। এর ভেষজ গুণও যথেষ্ট। মেদ ও বাতের চিকিৎসায় গুগ্‌গুল কোলেস্টেরেলের পরিমাণ কমায়। ওষুধ কোম্পানি এর আঠা দিয়ে ওষুধ বানায়। পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের আধা-উষর অঞ্চলে গাছটি আছে। কিন্তু চাহিদা বাড়তে থাকায় ভারতে গাছটির অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। চাহিদার বেশিটাই এখন আমদানি হচ্ছে পাকিস্তান থেকে। এক দশক আগে গুগ্‌গুল পাওয়া যেত পঁচিশ টাকা কেজি। আজ গুগ্‌গুল কেজি প্রতি দাম তিনশো থেকে পাঁচশো। আশার কথা, অনেক দেরিতে হলেও রাজস্থান সরকার এই গাছটি বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছে।

পুনর্মুষিক...

১৬/২১৪

প্রায় চার দশক পর পুরোনো ইনসেক্টিসাইডস অ্যাক্ট ১৯৬৮-র বদলে সংসদে এখন আলোচনাধীন নতুন পেস্টিসাইডস ম্যানেজমেন্ট বিল ২০০৮। বহু আলোচনা ও ২০০৮-০৯-এর এগ্রিকালচারাল স্ট্যান্ডিং কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করার পর তৈরি এই বিল। প্রস্তাবিত আইনে কীটনাশকের সংজ্ঞার্থকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে বলে দাবি। গেরস্থালিতে ব্যবহার বন্ধ করার জন্য অনেক কীটনাশককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সহজলভ্য করে তুলতে সেগুলির খুচরো বিক্রি লাইসেন্সহীনও করা হয়েছে। ফলে ঘরে ব্যবহৃত কীটনাশকের বাজার আরও বাড়বে। বাড়বে পরিবেশ দূষিত হওয়ার আশঙ্কাও।

সাফ কথা

১৬/২১৫

ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ থেকে দূরে থাকতে সর্বদা হাত সাবান দিয়ে ধুতে হয়। কোনো কোনো সাবানে ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী উপাদানও থাকে। ট্রাইক্লোসান এমন এক উপাদান। ট্রাইক্লোসান ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাকের বৃদ্ধি ধীরে করে বা থামিয়ে দেয়। এই ট্রাইক্লোসানকে এখন পুরোপুরি নিরাপদ মনে হচ্ছেনা। রাসায়নিকটি থেকে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে। জন্মগত শারীরিক ও আরো জটিলতা তৈরি হতে পারে। ক্যান্সারের মতো কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে। এছাড়া ব্যাক্টেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধী হওয়ার পিছনেও ট্রাইক্লোসানের ভূমিকা আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

হেঁটো কথা

১৬/২১৬

হেঁটে স্কুলে যাওয়া ভালো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডিসিন সায়েন্স ইন স্পোর্টস অ্যান্ড একসারসাইজ পত্রিকা এমন সব বলছে। ছোটবেলায় হেঁটে স্কুলে গেলে বড় বয়সে হার্টের অসুখের ঝুঁকি কমে। মানসিক চাপ, রক্তচাপ ও হার্টের গতি কম থাকে। উল্টোটা ঘটে গাড়িতে গেলে। গাড়ি চড়লে হার্টের স্পন্দন ও রক্তচাপের পরিবর্তন হয়, বয়স্ক হলে ধমনীতে কোলেস্টরেল, ক্যালসিয়াম, স্নেহপদার্থ ও অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু জমে, হৃদরোগের পথ প্রশস্ত হয়।

যাঃ !

১৬/২১৭

দুটি ধান হারিয়ে গেল। ধান দুটি হ্যামিলটন ও মাতলা। ধান দুটি উচ্চমাত্রায় নোনা-সহনশীল। আয়লাগ্রস্ত সুন্দরবনে জলে ডোবা জমিতে চলতি ধান বাঁচেনি। বিপর্যয়ের পর কৃষি দফতর স্বর্ণমাসুরি ও পঙ্কজ ধান বুনতে দিয়েছিল। কিন্তু ধান দুটি নোনা সইতে পারেনি। হন্যে কৃষিবিজ্ঞানী ওই দুই প্রজাতির তালাস করেছিলেন। অবশেষে তাঁরা নিশ্চিত যে হ্যামিলটন ও মাতলা হারিয়ে গেছে চিরতরে। খবর দিল গ্রিনফাইল জুন ২০১০।

দরিয়ায় দানো !

১৬/২১৮

পর্যটন শিল্প গ্রাস করছে কেরল উপকূল। দেশ-বিদেশে দর্শনীয় হিসেবে কেরলের বিপুল নামডাক। গ্রিস ও মেক্সিকোর পরেই তার স্থান। ফলে বছরভর পর্যটকে টইটম্বুর কেরল। টইটম্বুর কেরলের উপকূলভাগও। উপকূলে জেলেদের নারকেল পাতার ঘর মুছে গড়ে উঠেছে ঢাউস অট্টালিকা। দখল হয়েছে অভয়ারণ্য ও আদিবাসী গ্রামগুলো। আদিবাসী ও জেলেরা ভিটে ও রুজি ছেড়ে পালাচ্ছে। জলাভূমি বুজিয়ে জুড়ে বসছে সার সার হোটেল-রিসর্ট। নিকেশ হচ্ছে ম্যানগ্রোভ। ওখানের ৭০ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভের এখন বেঁচে আছে খালি এক শতাংশ।

কেবল তাই নয়, লোপাট হচ্ছে ব্যাকওয়াটার্স। ব্যাকওয়াটার্স অনেকটা নদীর ভেতর জলাশয়ের মতো, যার জন্য কেরলের ভুবনজোড়া নাম। ২০০০ হাউস বোট হররোজ টনটন তরল ও কঠিন বর্জ্য ফেলে বিষিয়ে দিচ্ছে এই ব্যাকওয়াটার্সকে। কমতে কমতে ব্যাকওয়াটার্স এখন মাত্র ২৩ শতাংশ। এমন সব খবর দিল টি ডব্লুএন ফিচারস।

ছোট বৃষ্টি

১৬/২১৯

চেন্নাইয়ে ছোটদের বৃষ্টির জল ধরে রাখা শেখানো হচ্ছে। এই কাজ চলছে স্কুলে স্কুলে। সঙ্গে শেখানো হচ্ছে পরিবেশ বাঁচানোও। এই ছোটরা ৩-১০ বয়সের। শেখানো হচ্ছে চার্ট-মডেল ও ছবি দিয়ে। এই প্রয়াস কোর্টইয়ার্ড বাই ম্যারিওট সংস্থার।

বাল্মীকি ?

১৬/২২০

উইপোকা এতদিন আমাদের কাছে ব্রাত্য ছিল। আজ বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে বিকাশশীল দেশগুলিতে তার কদর বাড়ছে। ব্যয়বহুল উপাদানের বিকল্প হিসেবে উইপোকার ব্যবহার দেশগুলির কৃষিতে এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। মাটি ও জলের মধ্যে ভারসাম্যের উন্নতি ঘটাতে উইপোকার সাহায্য নেওয়া হয়। তাদের বিভিন্ন জৈবিক কাজকর্ম মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে, যেমন মাটির উপরিতলের কঠিন অংশ ভেঙে ঝুরঝুরে ও ছিদ্রযুক্ত হয়, যার দরুন মাটির অভ্যন্তরে জল প্রবেশ সহজ হয়। মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে যার ফলে জলে মাটির উপরের স্তর ধুয়ে যাওয়ার পরিমাণ কমে। এই সবের মিলিত কারণে মাটির ভিতরে উদ্ভিদের শিকড় চালনা সহজ হয়। মাটি উলট-পালট হওয়ায় মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণমান বৃদ্ধি পায়।

তোমার খোলা হাওয়া...

১৬/২২১

সাগরপারে হাওয়া-বিদ্যুৎ বাড়ছে। আমেরিকায় বেশ বাড়ছে। ইংল্যান্ডেও বাড়ছে। আমেরিকার টেক্সাসে ৯,৭০০ মেগাওয়াট হাওয়া-বিদ্যুৎ হচ্ছে। ওখানে আরো ৩৭০টি কেন্দ্র নির্মীয়মাণ। সব কেন্দ্র চালু হলে টেক্সাস পাবে ৫৩,০০০ মেগাওয়াট। এই পরিমাণ ৫৩টি কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনের সমান। এই বিদ্যুতে টেক্সাসে ৫০০ লাখ বাড়ির চাহিদা মিটবে। ওদিকে স্কটল্যান্ডেও তোড়জোড় শুরু। স্কটল্যান্ড উত্তর সাগর পারে ৬০,০০০ মেগাওয়াট হাওয়া-বিদ্যুৎ তৈরির জোগাড়যন্ত্র করছে। টেক্সাসের মতো আরেক রাজ্য দক্ষিণ ডাকোটা। ওখানে ৫.০৫০ মেগাওয়াট মতো উৎপাদনের উদ্‌যোগ হচ্ছে। এই উৎপাদন ওখানের ৮১০,০০০ হাজার বাসিন্দার চলতি চাহিদার পাঁচগুণ। কেবল তাই নয়, আমেরিকার দশটি রাজ্য ও কানাডার অধিকাংশ প্রদেশ মনস্থ করছে, তারা বাতাস-বিদ্যুৎ রফতানি বাণিজ্যে নামবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কানপুর কাণ্ড ১৬/২২২

উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলা প্রশাসন ওখানকার ৬২ জন ভেজালদারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করল। এই অভিযান শুরু এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে। আজ অব্দি ৮০০ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯৫টিতে ভেজাল পাওয়া গেছে, মামলাও দায়ের হয়েছে। এই খাদ্যের অধিকাংশই ঘি, আইসক্রিম, বেসন ও মশলাপাতিতে।

হু ম! ১৬/২২৩

বেভুল খাবারে নানা ভয়াল ও স্থায়ী রোগ শরীরে বাসা বাঁধছে। এর মধ্যে ডায়রিয়া থেকে ক্যান্সার অব্দি আছে। 'হু' দেখেছে বছরে খাবার ও জলবাহিত রোগে মারা যায় ৪০ লাখের বেশি। যার অর্ধেকের বেশি শিশু।

এই স্বাস্থ্য-সমস্যা বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। তাই 'হু' সদস্য দেশগুলোর উৎপাদন থেকে আহার অব্দি সাবধানী হওয়ার ওপর জোর দিতে নানাভাবে সাহায্য করবে। এই নিয়ে চলতি নির্দেশনামার সংশোধন হয়েছে মে ২০১০-এ। এক নয়া প্রস্তাবনাও তৈরি হয়েছে।

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে ১৬/২২৪

নেপালে জৈবচাষ বাড়ছে। নেপাল নাকি জৈবচাষে দুনিয়াকে পথ দেখাবে। এই কথা বলছেন দীপক বাসকোটা। শ্রী বাসকোটাই এই জৈবচাষের পথিকৃৎ। এই চাষে নয়া দিশা তিনিই দেখাচ্ছেন। তাঁর নিজের আছে জৈব উপায়ে তৈরি বিস্তৃত চা বাগান। যেখানে কাজ করে ১৬ হাজার কৃষক। তার ব্রত, সারা নেপালে তিনি এই চাষের প্রসার ঘটাবেন, নেপাল জৈব চাষে বিশ্বে প্রথম হবে। এই নিয়ে ওখানে চলতি সেপ্টেম্বরেই এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র আয়োজিত হচ্ছে। যেখানে এই বিষয় নিয়ে বলবেন নানা দিকপাল কৃষিবিদ ও কৃষি-কর্মী। তালিকায় আছে জন কোনহাউস, জন ফ্যাগান ও নেপালের কৃতী কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

ঝাঁঝালো ১৬/২২৫

পেঁয়াজ খাবার সংরক্ষণে উপযোগী। স্পেনের বার্সিলোনা ও ক্যাটালোনা পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এই কথা বলছেন। পরীক্ষায় মিলেছে এই খবর। তবে হলুদ প্রজাতির পেঁয়াজই কেবল এই কাজে উপযোগী। সংরক্ষণে পেঁয়াজের পুরো কন্দটারই দরকার হয়। খাবারে ব্যাকটেরিয়া হানা রুখে দেয়। সংরক্ষণের স্বাস্থ্যের ক্ষতিও হয় না। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সুবাদে এই তথ্য জানা গেল।

প্রকাশিত হয়েছে

যাই-ই কাজ করিনা কেন - কিছু কিছু জিনিস আমাদের জানতেই হবে। মাপ জোক করা, হিসেব রাখা, সুবিধা-অসুবিধা লিখে রাখা, দরখাস্ত করা—এই সব। এই বইয়ে চট করে এই সাধারণ জিনিসগুলো শিখে নেওয়ার নানা পদ্ধতি দেওয়া আছে। চাইলে নিজে নিজেই শিখে নেওয়া যায়।

মূল্য : ৩৫ টাকা
যোগাযোগ :

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার : সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, দূরভাষ: ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু